ইউনিট ৪

ধর্মগ্রন্থ পরিচিতি

ভূমিকা

যে গ্রন্থে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা এবং ধর্মের নানা বিষয় সম্পর্কে উপাখ্যানাদি থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইত্যাদি।

এ ইউনিটে বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমুহ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কে আলোচনা করছি। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট ছয়টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৪.১: বৈদিক ধর্মগ্রন্থ: চার বেদ

পাঠ- ৪.২: বৈদিক ধর্মগ্রন্থ: ব্রহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ

পাঠ- ৪.৩: রামায়ণ

পাঠ- ৪.৪: মহাভারত

পাঠ- ৪.৫: পুরাণ

পাঠ- ৪.৬: গীতা

পাঠ ৪.১

বৈদিক ধর্মগ্রন্থ: চার বেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বৈদিক ধর্মগ্রন্থসমূহের নাম বলতে পারবেন।
- বেদ কি ও কত প্রকার বলতে পারবেন।
- চারটি বেদের বিষয়বস্তুর বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রতিটি বেদের মোট সূক্ত বা মন্ত্রসংখ্যা কয়টি তা বলতে পারবেন।

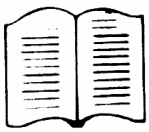

হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বেদ পাঠের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রচিত হয়েছে বেদাঙ্গ। **বেদ** শব্দের অর্থ **জ্ঞান**। বেদ ঈশ্বরের বাণী। ঋষিরা ধ্যানযোগে এ বানী উপলব্ধি করে প্রকাশ করেছেন। ঋষিরা শিষ্যদের মুখে মুখে বেদ শিক্ষা দিতেন। শিষ্যরা তা স্মরণে রাখতেন এবং নিজেদের শিষ্যদের শেখাতেন। এজন্য বেদের অপর নাম **শ্রুতি**। বেদ প্রথমে অবিভক্ত আকারে ছিল। পরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা ব্যসদেব বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। যথা- ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রতিটি ভাগকে **সংহিতা** বলা হয়। যেমন, ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা ইত্যাদি। প্রতিটি সংহিতা সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে জানা যাক।

ঋগ্বেদ সংহিতা

ঋগ্বেদে স্মুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র থাকে। ঋষিদের উচ্চারিত বাণীগুলো তিন-চার পংক্তির এক-একটি কবিতা। এ কবিতাগুলোকে বলা হয় ঋক্ বা মন্ত্র। এ কবিতা বা মন্ত্রগুলোকে একত্র সংকলন করে যে সংহিতায় রূপদান করা হয়েছে তাকে বলে **ঋগ্বেদসংহিতা**।

কয়েকটি ঋক্ বা মন্ত্রকে একেকটি বড় আকারের কবিতায় রূপায়িত করা হয়েছে। কয়েকটি ঋক্ বা মন্ত্র নিয়ে গঠিত এই বড় আকারের একেকটি কবিতাকে বলা হয় **'সূক্ত'**।

দেবতা অগ্নি সম্পর্কে যে সকল সূক্ত রচিত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় অগ্নি সূক্ত। ইন্দ্র, বিষ্ণু, ঊষা প্রভৃতি দেবতাদের নিয়ে অনেক সূক্ত রচিত হয়েছে।

ঋগ্বেদ সংহিতায় এই রকম ১০২৮ টি সূক্ত এবং মোট ১০৪৭২ টি ঋক্ বা মন্ত্র রয়েছে। সমগ্র ঋগ্বেদকে আবার দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একেকটি ভাগকে বলা হয় মন্ডল। এভাবে ঋগ্বেদ সংহিতা দশটি মন্ডলে বিভক্ত।

সামবেদ সংহিতা

'সাম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে **'গান'**। যে মন্ত্রগুলোতে সুর দিয়ে গাওয়া হয়েছে, সেগুলোকে একত্র সংকলন করে যে সংহিতা গঠিত হয়েছে, তাকে বলা হয় সামবেদ।

সামবেদ সংহিতায় মোট ১৮০১টি মন্ত্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকি সবগুলো ঋগ্বেদসংহিতা থেকে গৃহীত।

যজুর্বেদ সংহিতা

'যজ্ঞ' বলতে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে উপাসনা ও অনুষ্ঠান বোঝায়। যজ্ঞ করার সময় কিছু মন্ত্র ব্যবহৃত হতো। এই মন্ত্রগুলোকে বলা হতো 'যজুঃ'। যজ্ঞে ব্যবহৃত এই মন্ত্রগুলোর সংকলনকে বলা হয় যজুর্বেদসংহিতা। ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ পদ্যে রচিত। কিন্তু যজুর্বেদ পদ্য ও গদ্যে রচিত।

যজুর্বেদকে ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একেকটি ভাগকে বলা হয়েছে কান্ড। ৭টি কান্ডে মোট ২১৮৪ টি মন্ত্র রয়েছে।

অথর্ববেদ সংহিতা

অথর্ববেদ সংহিতায় চিকিৎসাবিদ্যা, মাঙ্গলিক ক্রিয়াকান্ড ইত্যাদি বিষয়ক মন্ত্র সংকলিত। অথর্ববেদে প্রায় ৬০০০ মন্ত্র রয়েছে।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জানলাম বেদ চার প্রকার– ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।

সারাংশ

বেদ হিন্দু ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ। বেদ ঈশ্বরের বাণী। ঋষিরা ধ্যানযোগে বেদ উপলব্ধি করে প্রকাশ করেছেন। বেদ চার প্রকার– ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋগ্‌বেদে আবৃত্তিযেণগ্য কবিতা, সামবেদে গান, যজুর্বেদ যজ্ঞে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ এবং অথর্ববেদে চিকিৎসা শাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক মন্ত্র সংকলিত। ঋগ্‌বেদে ১০২৮টি সূক্ত, সামবেদে ১৮০১ টি মন্ত্র, যজুবেদে ২১৮৪ টি মন্ত্র এবং অথর্ববেদে প্রায় ৬০০০ মন্ত্র রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ কি?
ক. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
খ. রামায়ণ
গ. বেদ
ঘ. পুরাণ।

২. বেদ কত প্রকার?
ক. এক
খ. দুই
গ. তিন
ঘ. চার।

৩. কে বেদ বিভক্ত করেন?
ক. ব্যাসদেব
খ. নামদেব
গ. বামদেব
ঘ. কামদেব।

৪. ঋগ্বেদে কয়টি মন্ডলে বিভক্ত?
ক. চারটি
খ. দশটি
গ. বারটি
ঘ. আঠারটি।

৫. সাম শব্দের অর্থ কি?
ক. কবিতা
খ. নাটক
গ. গান
ঘ. মন্ত্র।

৬. যজুর্বেদে কয়টি মন্ত্র রয়েছে?
ক. ২১৮৪
খ. ২২৮৪
গ. ২৩৮৪
ঘ. ২৪৮৪।

পাঠ ৪.২ বদিক ধর্মগ্রন্থ:ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্রাহ্মণ কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- আরণ্যক ও উপনিষদ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- আরণ্যক ও উপনিষদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেদাঙ্গের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবেন।

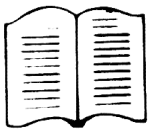

বেদ সংহিতার পর বেদকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ রচিত হয়েছে। 'ব্রহ্ম' শব্দটির একটি অর্থ মন্ত্র বা স্তোত্র। যে– গ্রন্থে ব্রহ্মা বা মন্ত্র সম্বন্ধে, মন্ত্রভিত্তিক যজ্ঞ বা যজ্ঞের নিয়ম প্রভৃতির আলোচনা করা হয়েছে, তাকে বলা হয় **ব্রাহ্মণ**।

ব্রাহ্মণ তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ হল **শুদ্ধ ব্রাহ্মণ** বা **ব্রাহ্মণ**। দ্বিতীয় অংশের নাম **আরণ্যক** এবং তৃতীয় অংশের নাম **উপনিষদ** বা **বেদান্ত**।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিধি, বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন মতের আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি। আরও রয়েছে দেবতার স্মুতি ও যজ্ঞের প্রশংসা, বিশ্বশান্তি ও সকলের কল্যাণ কামনা, অভিজ্ঞ মুনি-ঋষি ও সফলভাবে যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পুরোহিত ও রাজাদের কীর্তি ও উপাখ্যান ইত্যাদি। ঐতরেয়, তান্ড্য, শতপথ, গোপথ প্রভৃতি উলে- খযোগ্য ব্রাহ্মণ।

আরণ্যক

অরণ্যে বসে বেশ কিছু মুনি-ঋষি জগৎ ও জীবন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে ভেবেছেন। মানুষের জন্য উন্নত জীবনেরও মহৎ ভাবনার পথনির্দেশের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এই ভাবনাকে তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে শিষ্য ও জনগণের কাছে উপস্থাপন করেছেন। অরণ্যে ধ্যান ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পাওয়া এই জ্ঞানকে বলা হয় আরণ্যক। ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য প্রভৃতি আরণ্যকের বিষয়বস্তু। ছান্দোগ্য আরণ্যক, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি আরণ্যকের দৃষ্টান্ত।

উপনিষদ

আগেই বলেছি, ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ হচ্ছে 'উপনিষদ'। বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষভাগে রচিত বলে একে 'বেদান্ত' বলা হয়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা ও মহিমা, সৃষ্টির স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় ও উপাখ্যান উপনিষদের বিষয়বস্তু। ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, শ্বেতাশ্বতর, মন্ডুক, মান্ডুক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

বেদাঙ্গ

বেদ ও বেদ অবলম্বনে রচিত ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠের সহায়কগ্রন্থকে **বেদাঙ্গ** বলে। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সঠিক উচ্চারণে ও শুদ্ধভাবে পাঠ করার জন্য বেদাঙ্গ রচিত হয়েছে। বেদাঙ্গ ছয়টি– **শিক্ষা**, **কল্প**, **নিরুক্ত**, **ছন্দ**, **ব্যাকরণ** ও **জ্যোতিষ**।

শিক্ষা

'শিক্ষা' শব্দটির অর্থ এখানে উচ্চারণতত্ত্ব বা ধ্বনিতত্ত্ব। উচ্চারণ ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনাকেই শিক্ষা বলা হয়েছে। যেমন, **নারদীয় শিক্ষা**।

কল্প

যে গ্রন্থসমূহে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা তাকে বলা হয় **কল্প**।

নিরুক্ত

নিরুক্ত হচ্ছে বৈদিক মন্ত্রের অভিধান-জাতীয় গ্রন্থ। নিরুক্তে বৈদিক মন্ত্রগুলোর অর্থ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঋষি যাস্ক সর্বপ্রথম নিরুক্ত রচনা করেছেন।

ব্যাকরণ

বেদের মন্ত্র সঠিকভাবে পাঠের জন্য বৈদিক ভাষার প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গ রচিত।

ছন্দ

বেদে ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র রয়েছে। বেদের ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থকে বলা হয় **ছন্দ**।

জ্যোতিষ

যজ্ঞানুষ্ঠানের যথার্থ সময় নিরূপণ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর জ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে যে বেদাঙ্গ রচিত তাকে জ্যোতিষ বলে। বেদ পাঠের পূর্বে এ ছয়টি বেদাঙ্গ পাঠ অপরিহার্য।

সারাংশ

বেদকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ রচিত। ব্রাহ্মণে যজ্ঞ সম্পর্কিত আলোচনা, আরণ্যক ও উপনিষদ জ্ঞান আলোচিত। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষদ সঠিকভাবে পাঠ করার জন্য সহায়ক গ্রন্থরূপে শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত,ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ- এই ছয়টি বেদাঙ্গ রচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যে গ্রন্থে বৈদিক যজ্ঞের নিয়মাবলীসহ যজ্ঞকেন্দ্রিক নানা বিষয় আলোচিত তাকে কি বলে?

ক. বেদ খ. ব্রাহ্মণ
গ. আরণ্যক ঘ. উপনিষদ।

২. নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি উপনিষদ?

ক. ঋক্ খ. সাম
গ. ঈশ ঘ. নিরুক্ত।

৩. বেদাঙ্গ কয়টি?

ক. চারটি খ. ছয়টি
গ. দশটি ঘ. বারটি।

পাঠ ৪.৩ রামায়ণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ আপনি–

- রামায়ণের রচয়িতার নাম বলতে পারবেন।
- রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- রামায়ণের মূলকাহিনী বলতে পারবেন।
- সমাজ, জীবন ও সাহিত্যে রামায়ণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

রামায়ণ

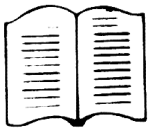

বেদ, উপনিষদ, পুরান প্রভৃতির মত রামায়ণও সনাতন ধর্মের, একাট উলে-খযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছেন। অনেক কবি বাংলা ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করেছেন। যেমন কৃত্তিবাস। মূল কাহিনী ছাড়াও আরও অনেক উপাখ্যান ও উপদেশ মূলক রচনা রযেছে।

অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকাহিনীই রামায়ণের মূলকাহিনী। রামায়ণে মোট ২৪ হাজারের অধিক শ্লোক আছে। সমস্ত রামায়ণ ৭টি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগকে কাণ্ড বলে। এই সাতটি কাণ্ডের নাম: (১) আদিকাণ্ড, (২) অযোধ্যা কাণ্ড, (৩) অরণ্য কাণ্ড, (৪) সুন্দর কাণ্ড, (৫) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, (৬) লঙ্কা কাণ্ড ও (৭) উত্তর কাণ্ড।

রামায়ণে মূলকাহিনী ছাড়াও আরও অনেক উপাখ্যান ও উপদেশ রয়েছে। রামায়ণ পদ্যে রচিত।

রামায়ণের মূল কাহিনী

আদিকান্ড

পুরাকালে অযোধ্যার বিখ্যাত সূর্যবংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল তিন রানী- কৌশল্যা, কৈকেযী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার ছেলে রাম, কৈকেয়ীর ছেলে ভরত। সুমিত্রার দুই ছেলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। মাতাপিতা ও রাজপুরীর অন্য সকলের আদর যত্নে চার ভাই বড় হতে থাকেন। রামচন্দ্র ও তাঁর ভাইয়েরা তখন কিশোর। একদিন বিশ্বমিত্র ঋষি এলেন রামচন্দ্রকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে। উদ্দেশ্য, মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, রামচন্দ্র তাদের প্রতিরোধ করে যজ্ঞ-সম্পাদনে সহায়তা করবেন। রামের সাথে লক্ষ্মণও গেলেন। রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধ করে রাম-লক্ষ্মণ নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদনে সহায়তা করেন।

তখন মিথিলার রাজা জনকও একটি যজ্ঞ করছিলেন। সেই যজ্ঞ দর্শনের জন্য রাম- লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র মিথিলায় যান। সীতা নামে জনকের একটি কন্যা ছিল। তার বিবাহের জন্য একটি শর্ত আরোপ করে রেখেছিলেন রাজা জনক। জনকের প্রাসাদে হর বা শিবের দেয়া একটি ধনু ছিল। হরের দেয়া ধনু বলে ধনুটির নাম হরধনু। যে ঐ হরধনুতে গুণ সংযোগ করতে পারবে, তার সাথে সীতার বিবাহ দেবেন। কিন্তু অনেক রাজা ধনুতে গুণ পরানো দূরে থাক, তুলতেই পারে নি,

শক্তিধর রামচন্দ্র সেই ধনুকে গুণ তো সংযোগ করলেনই, এমন জোরে ধনুটি বাঁকালেন যে ধনুটিই ভেঙ্গে গেল।

অযোধ্যায় রাজা দশরথের কাছে সংবাদ পাঠনো হল। তিনি ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে মিথিলায় এলেন। জনকের আর একটি কন্যা ছিল, তার নাম উর্মিলা। আর জনকের ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে ছিল। একজনের নাম মান্ডবী, অপর জনের নাম শ্রুতকীর্তি। রামের সাথে সীতার, লক্ষ্মণের সাথে উর্মিলার, ভরতের সাথে মান্ডবীর এবং শত্রুঘ্নের সাথে শ্রুতকীর্তির বিয়ে হল। রাজা দশরথ পরমানন্দে চার পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

অযোধ্যা কান্ড

রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে রামকে যুবরাজ রুপে অভিষিক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। সকলেই আনন্দিত হল। তখন কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, সুমিত্রার পুত্র শত্রুঘ্ন সহ নিজ মাতুলালয়ে ছিলেন। কৈকেয়ীও আনন্দিত হলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর পিত্রালয় থেকে আগত দাসী মন্থরা তাঁকে কুমন্ত্রণা দিল। একসময়ে রাজা, দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। মন্থরা বলল, এই হচ্ছে সেই বরদুটি চেয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময়। এক বরে রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাবে। আরেক বনে ভরতকে যুবরাজ রুপে অভিষিক্ত করতে হবে। কৈকেয়ী মন্থরার কথায়, প্রথমে সায় না দিলেও পরে সম্মত হলেন এবং দশরথের কাছে গেলেন। তাঁর কথা শুনে দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ক্রমে কথাটা রামের কানে গেল। তিনিও পিতৃসত্য পালনার্থে বনগমনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

রামের অমত সত্ত্বেও সীতা দেবী ও লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনে গেলেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা চিত্রকূট পর্বতে বাস করতে লাগলেন। এদিকে পুত্র শোকে রাজা দশরথ প্রাণ ত্যাগ করলেন। ভরত রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেও রাম এলেন না। ভরত রামের পাদুকা নিয়ে এলেন এবং সেই পাদুকা সিংহাসনে রেখে সিংহাসনের পাশে বসে রাজা শাসন করতে লাগলেন।

অরণ্য কান্ড

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা প্রথমে চিত্রকূট পর্বতে পরে দণ্ডকারণ্যে গিযে বাস করতে থাকেন। সেখান থেকে যান পঞ্চবটীতে। ঘটনাচক্রে লঙ্কার রাজা রাবণ সেখান থেকে সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায়।

কিষ্কিন্ধ্যার ও সুন্দর কাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুজীব এবং হনুমানের সহায়তায় রাম জানতে পারলেন, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে লঙ্কায় আটকে রেখেছে।

লঙ্কা কান্ড

সুগ্রীবের রাজ্যে নল নামক একজন ব্যাক্তি ছিল। সে সমুদ্রের ওপর ভাসমান সেতু নির্মাণ করল। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান সহ সুগ্রীবের সৈন্যরা সেই সেতু দিয়ে গিয়ে লঙ্কা অবরোধ করল। বিভীষণ সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শান্তি স্থাপন করার জন্য রাবণকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাবণ শুনলেন না সে বিভীষণকে তিরস্কার করল। বিভীষণ মনের দুঃখে রামের পক্ষে যোগ দিলেন। রাম-রাবণে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। রাবণ পরাজিত ও নিহত হল। রাম লক্ষ্মণ ও সীতাসহ অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

উত্তর কান্ড

ভরত রামকে রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাম অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে বনবাস দিলেন। সেখানে সীতার লব ও কুশ নামে সন্তান জন্মে।

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি সীতা ও লবকুশকে নিয়ে উপস্থিত হন। সীতাকে আবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলা হয়। সীতা মনের দুঃখে পাতালে প্রবেশ করে। রামচন্দ্রও সরযু নদীতে প্রান বিসর্জন দেন।

রামায়ণের গুরুত্ব

ভারতবর্ষের সমাজ ও জীবনে রামায়ণের গুরুত্ব অপরিসীম। তখনু হিন্দুদের ঘরে ঘরে রামায়ণ পঠিত হয়। আদর্শ রাজা, আদর্শ ভাই, প্রভৃতির চিত্র ও চরিত্র আজও জীবনাদর্শ রুপে অনুসৃত হয়।

সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যেসহ ভারতবর্ষের আরও অনেক ভাষার সাহিত্য রামায়ণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' নামক মহাকাব্য, হিন্দী কবি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের কাহিনী রামায়ণ থেকে সংগৃহীত।

রামায়ণ পাঠ করলে আমাদের অন্তর পবিত্র হয়। উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে রামায়ণ আমাদের সামনে ধর্মের দর্শন ও সুমহান আদর্শ তুলে ধরেছে।

সারাংশ

রামায়ণ সনাতন ধর্মের একটি উলে-খযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। গ্রন্থটির রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি। রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় এবং পদ্যে রচিত। কৃত্তিবাস সহ আরও অনেক কবি বাংলা ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করেছেন। রামায়ণ আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা ও উত্তর- এই ৭টি কাণ্ডে বিভক্ত। রামায়ণের মূল কাহিনী নিম্নরূপঃ

রাজা দশরথের চারপুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম চৌদ্দবছরের জন্য বনে যান। তার স্থানে ভরত রাজা হন। রামের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সীতা এবং ভাই লক্ষ্মণও বনে যান। বনবাসের দুঃখকষ্টের সাথে যুক্ত হয় লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের বেদনা। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের সহায়তায় রামচন্দ্র সমূদ্রে ভাসমান সেতু নির্মাণ করে লঙ্কাপুরী অবরোধ করেন। ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাবণকে সসৈন্যে হত্যা করে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে যান। ভরত রাজত্ব ছেড়ে দেন। রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জক রাজা রূপে খ্যতিলাভ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রামায়ণের রচয়িতা কে?
ক. রাম
খ. বাল্মীকি
গ. ব্যাসদেব
ঘ. বিশ্বামিত্র।

২. মূল রামায়ণ কোন ভাষায় রচিত?
ক. সংস্কৃত
খ. হিন্দী
গ. বাংলা
ঘ. তামিল।

৩. রামচন্দ্র বনে গেলেন কেন?
ক. রাগ করে
খ. যুদ্ধ করতে
গ. পিতৃসত্যপালনের জন্য
ঘ. সীতাকে আনতে।

৪. সমুদ্রে সেতু নির্মাণে কে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল?
ক. সুগ্রীব
খ. হনুমান
গ. বালি
ঘ) নল।

৫. রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন কেন?
ক. ভুল বুঝে
খ. রাগ করে
গ. প্রজ্ঞার মনোরঞ্জনের জন্য
ঘ. ঝগড়া হয়েছিল বলে।

পাঠ ৪.৪

মহাভারত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ আপনি–

- মহাভারতের রচয়িতার নাম বলতে পারবেন।
- মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- মহাভারতের মূলকাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমাজ, জীবন ও সাহিত্যে মহাভারতের অবদান বা গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মহাভারত

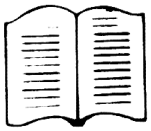

রামায়ণের মতো মহাভারতও একটি ধর্মগ্রন্থ। মহাভারতও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতের রচয়িতা বলে খ্যাত। কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় মহাভারতের সবচেয়ে খ্যাতিমান অনুবাদক। মহাভারতে প্রায় এক লক্ষ শ্লোক রয়েছে। সমগ্র সহাভারত ১৮ টি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলির নাম হচ্ছে ১) আদি পর্ব, ২) সভা পর্ব, ৩) বন পর্ব, ৪) বিরাট পর্ব, ৫) উদ্যোগ পর্ব, ৬) ভীষ্ম পর্ব, ৭) দ্রোন পর্ব, ৮) কর্ণ পর্ব, ৯) শল্য পর্ব, ১০) সৌপ্তিক পর্ব, ১১) স্ত্রী পর্ব, ১২) শান্তি পর্ব, ১৩) অনুশাসন পর্ব, ১৪) আশ্বমেধিক পর্ব, ১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব, ১৬) মৌসল পর্ব, ১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও ১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব।

প্রতিটি পর্বকে আকার কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। মহাভারতের মূলকাহিনীর মাঝে মাঝে আরও অনেক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। মহাভারত একই সাথে ইতিহাস ও মহাকাব্য বলে খ্যাত।

মহাভারতের মূল কাহিনী

অনেক অনেক কাল আগের কথা। তখন হস্তিনা পুরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম শান্তনু। তিনি কুরু বংশের রাজা।

তিনি প্রথমে গঙ্গাকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলের নাম দেবব্রত। দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কখনও বিয়ে করবেন না। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁর নাম হয়েছিল ভীষ্ম।

শান্তনু পরে সত্যবতীকে বিয়ে করেন। সত্যবতীর দুই ছেলে। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে মারা যান। রাজা হন বিচিত্রবীর্য। তবে তাঁর হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন ভীষ্ম।

বিচিত্র বীর্যের দুই স্ত্রী-অম্বিকা আর অম্বালিকা। অম্বিকার ছেলে ধৃতরাষ্ট্র। অম্বালিকার ছেলে পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র বড়। পাণ্ডু ছোট। কিন্তু বড় হলে কি হবে? তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। তাই তাঁর ছোট ভাই পাণ্ডু হলেন রাজা।

ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীর নাম গান্ধারী। তাঁদের একশ পুত্র আর এক কন্যা। পুত্রদের নাম দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ইত্যাদি। দুর্যোধন সবার বড়।আর একমাত্র কন্যাটির নাম দুঃশলা।

পাণ্ডুর দুই স্ত্রী। কুন্তী আর মাদ্রী। কুন্তীর তিনটি এবং মাদ্রীর দুটি ছেলে হয়। কুন্তীর ছেলেদের নাম যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন। মাদ্রীর ছেলেদের নাম নকুল ও সহদেব।

কুরু বংশের নামে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলা হত কৌরব। পাণ্ডুর পুত্রেরাও কুরু বংশেরই। কিন্তু পাণ্ডুর নামে তাঁদেরকে বলা হত পাণ্ডব।

পাণ্ডু অল্প বয়সে মারা যান। তখন পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সাথেই মানুষ হতে থাকেন। যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হল। কিন্তু দুর্যোধন তা মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি চেষ্টা করলেন যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডবদের মেরে ফেলতে। সেইসঙ্গে কুন্তীকেও। এসব কাজে দুর্যোধনকে বুদ্ধি যোগাতেন তাঁর মামা শকুনি। ঠিক হয় কুন্তী আর পাণ্ডবদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। কিন্তু সৌভাগ্য কুন্তী আর পাণ্ডবদের। তাঁরা বেঁচে যান এবং লুকিয়ে চলাফেরা করতে থাকেন।

কিন্তু বেশীদিন লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। নানাভাবে, বিশেষ করে দ্রুপদ রাজার মেয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় দিয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। জানাজানি হয়ে গেল যে পাণ্ডবরা বেঁচে আছেন। শেষে ধৃতরাষ্ট্র অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের দিলেন। বাস করতে দিলেন খাণ্ডব নামক এলাকায়। বেশ দূরে থাকবে। ঝগড়াঝাটি হবে না।

কিন্তু দুর্যোধন নতুন ফন্দি আঁটতে থাকেন। তাঁর মামা শকুনি, বন্ধু কর্ণ - এঁরা যুক্তি করে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় ডাকলেন। পাশা খেলা দাবার মতো এক ধরনের খেলা। নানা জিনিস বাজী রেখে খেলতে হত।

দু-দুবার এ খেলায় হারলেন যুধিষ্ঠির। খেলায় হেরে তের বছরের জন্য বনে চলে গেলেন। খেলার বাজীর শর্ত তাই ছিল। বারো বছর বনবাস। একবছর অজ্ঞাতবাস। মানে কেউ যেন না জানতে পারে তাঁদের পরিচয় ও অবস্থান।

বনবাস ও অজ্ঞাতবাস শেষে পাণ্ডবেরা ফিরে আসেন। রাজ্য ফেরত চান। কিন্তু দুর্যোধনের কথা- 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচ্যগ্র মেদিনী।' অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে একটি সূঁচের ডগায় যতটুকু মাটি ওঠে, ততটুকুও দেবেন না। মানে কিছুই দেবেন না। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া আর পথ রইল না।

দুপক্ষই তখন যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল। আত্মীয়-স্বজনেরা ও অন্যান্য রাজারা দু-দলে ভাগ হয়ে গেল। কেউ গেল পাণ্ডবদের দলে। কেউ গেল কৌরবদের দলে।

শুরু হল যুদ্ধ প্রচণ্ড যুদ্ধ। আঠার দিন যুদ্ধ চলল। সে যুদ্ধে কৌরবেরা হেরে গেলেন। পাণ্ডবেরা জয়ী হলেন।

কিন্তু স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে বেশিদিন রাজত্ব করতে চাইলেন না। রাজ্যের ওপর কোন মায়া রইল না। তখন তারা অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষীৎ- এর হাতে রাজ্য দিলেন। আর নিজেরা রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। আর তাঁরা ফিরে আসেন নি। এই চলে যাওয়ার নাম মহাপ্রস্থান। এভাবেই শেষ হয় মহাভারতের মূল কাহিনী।

মহাভারতের গুরুত্ব

বলা হয়, 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'। অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই, ভারতবর্ষেও তা নেই। এ কথার তাৎপর্য হল, মহাভারত সর্বতোমুখী জ্ঞান ও ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় এক ইতিহাসের

স্বাক্ষর। এখনও হিন্দুদের ঘরে ঘরে মহাভারত পঠিত হয়। মহাভারত থেকে কাহিনী ও উপাদান সংগ্রহ করে পরবর্তীকালের অনেক কবি- সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন। কালিদাসের বিখ্যাত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' মহাভারতের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা', বুদ্ধদেব বসুর 'প্রথম পার্থ', শাঁওলী মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ' প্রভৃতি নাটক মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করে রচিত হয়েছে।

মহাভারতে আছে রাষ্ট্রনীতির জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, আছে ধর্ম, নৈতিকতা ও সুমহান আদর্শের বাণী। সমাজে ও জীবনে এ-কালেও মহাভারতের গুরুত্ব অপরিসীম।

সারাংশ

মহাভারত হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মহাভারতে প্রায় এক লক্ষ শ্লোক রয়েছে। গ্রন্থটি ১৮টি পর্বে বিভক্ত। কুরুবংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি শতপুত্র এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্রের মধ্যে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে এক বিশাল যুদ্ধ হয়। এতে জড়িয়ে পড়েন তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজাদের প্রায় সকলেই। আঠারদিন চলে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যুদ্ধ এক সময়ে থামে। কিন্তু তখন জয়-পরাজয় প্রায় সমান হয়ে দাঁড়ায়- সে যুদ্ধের পরিণাম ছিল এতই শোকাবহ। সমাজে ও জীবনে মহাভারতের গুরুত্ব অপরিসীম। পরবর্তী কালের সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মহাভারতের রচয়িতা কে?
ক) বাল্মীকি খ) কালিদাস
গ) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঘ) কাত্যায়ন বরবুচি।

২। মহাভারতে কয়টি পর্ব রয়েছে
ক) দশটি খ) বারটি
গ) ষোলটি ঘ) আঠারটি।

৩। কে ভীষ্ম বলে পরিচিত হয়েছেন?
ক) যুদ্ধিষ্ঠির খ) দেবব্রত
গ) পাণ্ডু ঘ) দ্রোব্লাচার্য।

৪। পাণ্ডবদের কত বছর অজ্ঞাত বাস করতে হয়েছিল?
ক) এক বছর খ) বার বছর
গ) তের বছর ঘ) চৌদ্দ বছর।

৫। কুরু পান্ডবদের মধ্যোকার যুদ্ধ কোথায় সংগঠিত হয়েছিল?
ক) ইন্দ্রপস্থে খ) হস্তিনা পুরে
গ) কুরুক্ষেত্রে ঘ) বারণাবতে।

৬। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল?
ক) দশ দিন খ) আঠার দিন
গ) চব্বিশ দন ঘ) ত্রিশ দিন।

পাঠ ৪.৫ পুরাণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পুরাণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- পুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুরাণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

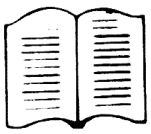

'পুরাণ' হিন্দুধর্মের উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। 'পুরাণ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রাচীন'-পুরাতন। কিন্তু এখানে 'পুরাণ' শব্দটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'পুরাণ' একটি গ্রন্থ নয়, বরং পুরাণ অনেকগুলো গ্রন্থের সমষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মদর্শন, নীতি, ধর্মীয় আখ্যান-উপাখ্যান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত এক প্রকার ধর্মগ্রন্থকে বলা হয় পুরাণ। উল্লেখ্য 'পুরাণ' একটি মাত্র গ্রন্থ নয়, বরং পুরাণ অনেকগুলো গ্রন্থের সমষ্টি।

সৃষ্টি, দেবতাদের উপাখ্যান, ঋষি ও রাজাদের বংশপরিচয়, প্রভৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেদভিত্তিক হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা কথা পুরাণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

ব্যাসদেব পুরাণ সমুহের রচয়িতা বলে খ্যাত। গল্প বলার ঢঙে পুরাণগুলো রচিত। মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে। পুরাণে গল্প শোনানো হয়েছে এবং সে গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদান। মানুষকে কল্যাণকর জীবন সম্পর্কে গল্পের মধ্যদিয়ে উপদেশ দেওয়া।

প্রধান প্রধান পুরাণের সংখ্যা আঠার। এই আঠারটি পুরাণ হচ্ছে - ১) ব্রহ্ম পুরাণ, ২) পদ্ম পুরাণ, ৩) বিষ্ণু পুরাণ, ৪)শিব পুরাণ, ৫) ভাগবত পুরাণ, ৬) নারদ পুরাণ, ৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮) অগ্নি পুরাণ, ৯) ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ পুরাণ, ১০) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ১১) লিঙ্গ পুরাণ, ১২) বরাহ পুরাণ, ১৩) স্কন্ধ পুরাণ, ১৪) বামণ পুরাণ, ১৫) কূর্ম পুরাণ, ১৬) মৎস্য পুরাণ, ১৭) গরুড় পুরাণ এবং ১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

এই পুরাণগুলির অনুসরণে আরও আঠারটি উপ-পুরাণ রচিত হয়েছিল। যথা- সনৎ কুমার, নরসিংহ, কালিকা, দেবী পুরাণ ইত্যাদি। পুরাণসমূহের মধ্যে তিন জন দেবতার মাহাত্ম্য প্রধান ভাবে প্রকাশিত। এঁরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব। দেবী দুর্গা ও কালিকার মাহাত্ম্য দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

পুরাণের গুরুত্ব

পুরাণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন সীমারেখা টানা খুবই মুশকিল। পুরাণে সৃষ্টি, সৃষ্টির বিনাশ, তারপর নতুন সৃষ্টি, দেবতা ও ঋষিদের মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী রয়েছে। তারই পাশে স্থান পেয়েছে বর্ণাশ্রম ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, দান, পূজা, ব্রত, তীর্থ মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়। এমনকি ব্যাকরণ ও কাব্যতত্ত্বের আলোচনাও পুরাণে পাওয়া যায়।

মোট কথা, পুরাণ প্রাচীন কালের জীবনবোধের আকর। পুরাণ পাঠ করে জনগণকে শোনানো হত, যাতে করে সাধারণ মানুষ জীবন-যাপনের আদর্শ উপলব্ধি করতে এবং তা অনুসরণ করে চলতে পারে।

আধুনিক কালের অনেক কাব্য ও নাটক পুরাণের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। যেমন ধ্রুব, ভক্ত প্রহ্লাদ ইত্যাদি।

সারাংশ

'পুরাণ' এক শ্রেণির ধর্মগ্রন্থ। সৃষ্টি, দেবতাদের উপাখ্যান, ঋষি ও রাজাদের বংশপরিচয় প্রভৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেদভিত্তিক হিন্দু ধর্ম ও সমাজের নানা কথা পুরাণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বেদব্যাস পুরাণের রচয়িতা বলে খ্যাত। পুরাণে গল্পের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান পুরাণের সংখ্যা আঠার।

পুরাণ প্রাচীনকালের জীবনবোধের আকর এবং বর্তমান কালের মানুষের জন্যও ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার একটি সমৃদ্ধ উৎসস্থল। আধুনিককালের সাহিত্যেও পুরাণের প্রভাব পড়েছে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন- ৪.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১। 'পুরাণ'- এর শব্দগত অর্থ কি?
ক) ধর্ম খ) জ্ঞান
গ) পুরাতন ঘ) নীতি।

২। পুরাণের রচয়িতা কে?
ক) ব্যাস খ) মনু
গ) গর্গ ঘ) ভৃগু।

৩। প্রধান প্রধান পুরাণ কয়টি?
ক) দশটি খ) তেরটি
গ) আঠারটি ঘ) কুড়িটি।

৪। নিম্নলিখিত ধর্মগ্রন্থ গুলির মধ্যে কোনটি উপ- পুরাণ?
ক) ব্রহ্মবৈবর্ত খ) গরুড়
গ) ব্রহ্মাণ্ড ঘ) নরসিংহ।

পাঠ ৪.৬ গীতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- 'গীতা' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ -- এ কথা বলতে পারবেন।
- গীতায় কয়টি শ্লোক ও অধ্যায় আছে তা বলতে পারবেন।
- গীতার অধ্যায়সমূহের নাম বলতে পারবেন।
- গীতার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ননা দিতে পারবেন।
- গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

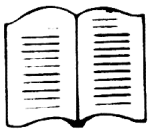

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সংক্ষেপে গীতা বলা হয়। গীতা আবার মহাভারতের অংশ। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ২৫ থেকে ৪২- এই আঠারটি অধ্যায়ই গীতা নামে পরিচিত। মহাভারতের অংশ হয়েও বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যে গীতা পৃথক ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে এবং সনাতন ধর্মের নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ রুপে পঠিত হচ্ছে। গীতায় ছন্দোবদ্ধ রচনা। গীতার মোট শে-াকসংখ্যা সাত শত। সমগ্র গীতা আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই আঠারটি অধ্যায় হচ্ছে: ১) অর্জুন-বিষাদযোগ, ২) সাংখ্যযোগ, ৩) কর্মযোগ, ৪) জ্ঞানযোগ, ৫) সন্ন্যাসযোগ, ৬) ধ্যানযোগ, ৭) জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, ৮) অক্ষর-ব্রহ্মযোগ, ৯) রাজযোগ, ১০) বিভূতিযোগ, ১১) বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ ১২) ভক্তিযোগ, ১৩) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ, ১৪) গুণত্রয়-বিভাগযোগ, ১৫) পুরুষোত্তমযোগ, ১৬) দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ, ১৭) শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ও ১৮) মোক্ষযোগ।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হল কাকাত- জ্যাঠতুত ভাইদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আত্নীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরাও দু-দলে বিভক্ত হয়ে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে অর্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা দেখতে দু-দলের সৈন্য সমাবেশের মাঝখানে যান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলাচ্ছলে অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দুপক্ষের সৈন্যদলের মাঝখানে রাখলেন, তখন অর্জুন স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে বিষাদে আচ্ছন্ন হলেন। কাকে হত্যা করব? সবাই যে আপন জন, আর যুদ্ধে নিজের দলের আপনজনেরাও নিহত হবে! এই হল অর্জুনের মনোভাব। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যুদ্ধ করবেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, স্বধর্ম, কর্মফল, আত্মর অবিনাশিতা, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়ে অর্জুনকে উপদেশ দিলেন এবং জানালেন, ধর্মযুদ্ধ অবশ্যই করণীয়। ঈশ্বরই জীবের জন্মমৃত্যুর নিয়ন্তা, অর্জুন নিমিত্তমাত্র। আর নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা- ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই ঈশ্বরের বিধান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনে অর্জুন যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হন।

অর্জুনকে উপলক্ষ করে উপদেশ প্রদান করা হলেও সে উপদেশ সকল কালের সকল মানুয়ের জন্য প্রযোজ্য।

গীতার্থের পুরোপুরি উপলব্ধি অসম্ভব। তবুও নানা দিক থেকে, নানা ভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে সংক্ষেপে গীতার উপদেশ সম্পর্কে আলোচনা করছি:

গীতায় দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কর্মে তৎপর হতে বলা হযেছে। ফলের আশা না করে নিষ্কামভাবে কর্ম করা কর্তব্য। বলা হয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা। অর্জুন যে আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে চাইছেন না, এত কোন ফলোদয় হচ্ছে না। কারণ জন্মমৃত্যু ঈশ্বরের হাতে। অন্যদিকে দেহেরই শুধু বিনাশ ঘটে, আত্মর নয়, ঈশ্বরই আত্মারুপে জীবদেহে বিরাজ করেন। দেহের বিনাশ ঘটলেও আত্মর বিনাশ নেই। এ- ভাবে চিন্তা করলে সুখ ও দুঃখ বা জয়-পরাজয় সমান হয়ে যায়।

গীতায় যোগের কথা বলা হয়েছে। যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল। নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ বা ভক্তিযোগের দ্বারা ঈশ্বর লাভ করা যায়। যে যেভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে চায় ডাকুক, ঈশ্বর সে-ভাবেই তাকে সাড়া দেন। এখানেই বেজে ওঠে সর্বধর্ম সমন্বয়ের সুর।

গীতা আমাদের শেখায়, শ্রদ্ধাবান হতে। শ্রদ্ধাবানই জ্ঞানলাভ করে। গীতা আমাদের অন্যায়ের, বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণাও দেয়। স্বয়ং ভগবান দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য অবতার রুপে পৃথিবীতে নেমে আসেন। ঈশ্বরের মধ্যেই সকল কিছুর অবস্থান- গীতার বিশ্বরুপের এই বর্ণনা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং সকলের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত করে।

গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, সেই সাথে দেওয়া হয়েছে জীবনে চলার, বাস্তবসম্মত পথনির্দেশ।

সারাংশ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সংক্ষেপে গীতা বলা হয়। গীতা মহাভারতের শান্তি পর্বের একটি অংশ। গীতার আঠারটি অধ্যায়ে মোট সাত শত শ্লোক রয়েছে।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন। এ উপদেশ সর্বকালের, সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ প্রভৃতি গীতার বিষয়বস্তু। যে যে রুপে ঈশ্বরকে ভজনা করে, ঈশ্বর সেই রূপেই তার ডাকে সাড়া দেন, এ কথার মধ্যে সকল ধর্মমত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। জীবের মধ্যে আত্ম রুপে ঈশ্বর বাস করেন। ঈশ্বর অবিনশ্বর, তাই জীবদেহের বিনাশ ঘটলেও আত্মার বিনাশ নেই। ভক্ত তাই জীবকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালবাসেন, সেবা করেন, আবার আত্ম অবিনাশী বলে মহৎ কাজে জীবনোৎসর্গেও তাঁর দ্বিধা নেই। ঈশ্বর অবতার রুপে পৃথিবীতে এসে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, গীতার এ প্রসঙ্গ মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। 'গীতা' কোন শব্দের সংক্ষিপ্ত রুপ?
ক) শ্রীমদ্ গীতা
খ) শ্রীকৃষ্ণঅর্জুন গীতা
গ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
ঘ) শ্রীমদ্ ভাগবত।

২। গীতায় কয়টি শ্লোক রয়েছে?
ক) একশত
খ) সাতশত
গ) চব্বিশ হাজার
ঘ) সাত হাজার।

৩। গীতায় কয়টি অধ্যায় রয়েছে?
ক) পাঁচটি
খ) দশটি
গ) ষোলটি
ঘ) আঠারটি।

৪। গীতা মহাভারতের কোন পর্বের অংশ?
ক) শান্তি পর্ব
খ) উদ্যোগ পর্ব
গ) সভা পর্ব
ঘ) ভীষ্ম পর্ব।

৫। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে উপলক্ষে করে উপদেশ দিয়েছেন?
ক) বিদুরকে
খ) অর্জুনকে
গ) সঞ্জয়কে
ঘ) ব্যাসকে।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বেদ কাকে বলে? সংক্ষেপে চারবেদের পরিচয় দিন। (পাঠ- ১ দেখুন)
২. ব্রাহ্মণ কাকে বলে? ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ২-এর প্রথমাংশে দেখুন)
৩. আরণ্যক ও উপনিষদের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন।

(পাঠ- ২-এর আরণ্যক ও উপনিষদ শিরোনামে প্রদত্ত অংশ দুটি দেখুন)

৪. বেদাঙ্গ কয়টি? বেদাঙ্গ সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
(পাঠ- ২-এ বেদাঙ্গ শীর্ষক পাঠ্যাংশ দেখুন)

৫. রামায়ণের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ৩ দেখুন)

৬. মহাভারতের মূল কাহিনী সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ৪ দেখুন)

৭. পুরাণ কাকে বলে? পুরাণ কয়টি ও কি কি? (পাঠ- ৫ দেখুন)

৮. শ্রীমদ্ভগবদগীতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ৬ দেখুন)

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

(ক) প্রতিটি বেদের মোট সূক্ত বা মন্ত্রসংখ্যা লিখুন। (পাঠ- ১ দেখুন)

(খ) যজুর্বেদের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ১ দেখুন)

(গ) **টীকা লিখুনঃ**
অথর্ববেদ, কল্প, শিক্ষা, রু (পাঠ- ১ ও পাঠ- ২ থেকে বেছে নিয়ে লিখুন)

(ঘ) সমাজ ও জীবনে রামায়ণের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ৩ দেখুন)

(ঙ) সমাজ ও জীবনে মহাভারতের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ৪ দেখুন)

(চ) প্রধান প্রধান পুরাণ কয়টি ও কি কি? (পাঠ- ৫ দেখুন)

(ছ) গীতার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (পাঠ- ৬ দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.১
১. গ; ২ .ঘ; ৩. ক; ৪. খ; ৫. গ; ৬. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.২
১. খ; ২. গ; ৩. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.৩
১. খ; ২. ক; ৩. গ; ৪. ঘ; ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.৪
১. গ; ২. ঘ; ৩. খ; ৪. ক; ৫. গ; ৬. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.৫
১. গ; ২. ক; ৩. গ; ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.৬
১. গ; ২. খ; ৩. ঘ; ৪. ক